দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৬/১১/৮১
পৃষ্ঠা ২

066

385

শতকরা মাত্র ৩৯ জন ছাত্র স্কুলে ভর্তি হয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার বয়সের প্রায় দেড় কোটি শিশুর মধ্যে ১৯৭৮ সালে যদিও সরকারী হিসাবে শতকরা ৪৮ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩৯ ভাগ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিচালিত এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গেছে। দেশের চারটি বিভাগের আটটি অঞ্চলের ২৩টি গ্রামে এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে।

সোমবার তৃতীয় জাতীয় ভূগোল সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ শীর্ষক এক নিবন্ধে অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ এই তথ্য প্রকাশ করে বলেন, স্কুল ও শিক্ষকদের মঞ্জুরী আদায় এবং শিক্ষকদের বেতন বিল অনুমোদনের জন্য সরকারীভাবে ছাত্র ভর্তির অতিরঞ্জিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। খবর বাসসর।

নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৮ সালে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যত ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়, তার শতকরা ৮০ ভাগই প্রধানতঃ অভিভাবকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার জন্য স্কুল ত্যাগ করে।

ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগ হচ্ছে ছাত্র এবং শতকরা ৩৩ ভাগ হচ্ছে ছাত্রী। সরকারী তথ্যে বলা হয়, স্কুল ত্যাগী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগ ছাত্র ও শতকরা ৩৭ ভাগ ছাত্রী ছিল।

স্কুল ত্যাগী ছাত্রছাত্রীর হার হচ্ছে: ১ম শ্রেণীতে শতকরা ৫১ ভাগ, ২য় শ্রেণীতে শতকরা ১৯ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণীতে শতকরা ২১ ভাগ, ৪র্থ শ্রেণীতে শতকরা ২৬ ভাগ এবং সমস্ত শ্রেণী একত্রে ধরলে এই হার দাঁড়ায় শতকরা ৩৪ ভাগ।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে গ্রাম স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৪ ভাগ, ২য় শ্রেণীতে শতকরা ২০ ভাগ, ৩য় শ্রেণীতে ছিল শতকরা ১৫ ভাগ, ৪র্থ শ্রেণীতে শতকরা ১২ ভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ছিল মাত্র শতকরা ৯ ভাগ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় ফাউন্ডেশনের সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৮ সালে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাস করে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে পাস করেছে মাত্র শতকরা ২ ভাগ ছাত্রছাত্রী।